

বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী.pdf/৩৬



১০ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে উইকিসংকলন থেকে রপ্তানিকৃত

বলিলেন, “ভদ্রে! এখনও যদি শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিয়া না থাক, তবে এই চারি বৎসর বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে।” জনক জননী ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সংসারে শিশু সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। জননীর উদার বা অনুদার প্রকৃতি, তাঁহার কুসংস্কার তমসচ্ছন্ন অথবা দিব্য জ্ঞানালোক পরিস্ফুট প্রকৃতিনিচয়ই শিশুর জীবনপথের পরিচালক। সুতরাং মাতার এক একটি সদনুষ্ঠান বা অসদনুষ্ঠান, তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, স্বভাব, চরিত্রের উপর শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

পরিবার মধ্যে ধর্ম ও সাধুতা রক্ষা করিবার ভার রমণীর হতে। জননী যদি ধর্মপরায়ণা ও বিবেকশালিনী হন, তাঁহার অন্তরে যদি সাধুতা লাভের ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তানগণও সেই সকল সদগুণ লাভ করে। স্নেহময়ী মাতার অধরনিঃসৃত সুমিষ্ট অনুশাসন বাক্য সন্তানের স্মৃতিপটে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শত শিক্ষকের উপদেশে যে শিক্ষায় লাভ না হয়, একটি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্রা, সংযতচিত্তা, বিবেকপরায়ণা মাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলে, সন্তানদিগের সে শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। মহৎ লোকের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জগতে যত মহাজন যে যে সদগুণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলে, এরপ পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁহাদের জননীগণ এই সকল চরিত্র গুণে গুণবতী ছিলেন।

ত্রিভুবনবিজয়ী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিরতিশয় হরিবিদ্বেশী ছিলেন। হরির নাম শুনিলেই তিনি ক্রোধে অধীর হইতেন। তাঁহার রাজ্যের চতুঃসীমাতেও কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। এমন হরিদ্বেশী গৃহেও, হরিভক্তিপরায়ণ, রাজমহিষী কয়াধুর ভক্তির

ফলে, প্রহ্লাদের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু এতদূর ধর্মপরায়ণতা ও ভগবানের প্রতি আত্মনির্ভরের ভাব কোথায় শিক্ষা করিল? সকলেই জানেন, যে প্রেম কয়াধূর হৃদয়ে, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু প্রহ্লাদের হৃদয়ে ভক্তিমন্দাকিনীতে পরিণত হইয়াছিল।

উত্তানপাদ রাজার পত্র ধ্রুব, বিমাতা সুরুচির দুর্বাক্য বাণে বিদ্ধ হইলে পর জননীর নিকটে উপস্থিত হইয়া অতি কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে, ধর্মশীলা, সহিষ্ণু ও বিবেকপরায়ণা জননী সুনীতি, যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতি মহৎ, অতি উচ্চ। তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন “বৎস! কাঁদিও না; এই পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্যের গুণেই বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, পুণ্যলাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্যলাভ করিলে, সকল ফল লাভ হইবে। বিনয়ী, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ ও পরহিতব্রতী হও; জল যেমন নিম্নাভিমুখেই ধাবমান হয়, এই সকল গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিবীর সর্বসম্পদ অনায়াসেই তোমাকে

এই ডিজিটাল সংস্করণ সম্পর্কে

এই ই-বই অনলাইন গ্রন্থাগার [উইকিসংকলন](#)^[২] হতে প্রাপ্ত।
স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা নির্মিত এই বহুভাষী ডিজিটাল গ্রন্থাগার
উপন্যাস, কবিতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমস্ত ধরনের প্রকাশনার
মুক্ত সংকলন গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা কপিরাইটমুক্ত অথবা মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত
বইগুলিকে বিনামূল্যে প্রদান করে থাকি। আপনি আমাদের ই-
বইগুলিকে [ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০
আনপোর্টেড](#) লাইসেন্স^[৩] বা [জিএনইউ ফ্রি ডকুমেন্টেশন
লাইসেন্সের](#)^[৩] শর্তাধীনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সহ যে কোন উদ্দেশ্যে
ব্যবহার করতে পারেন।

উইকিসংকলন সর্বদা নতুন সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এই ই-বইয়ে
কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে আপনি [এই পাতায়](#)
জানাতে পারেন^[৪]।

নিম্নে তালিকাভুক্ত ব্যবহারকারীরা এই ই-বইয়ে অবদান রেখেছেন:

- অমিতাভ সাব
- Nettime Sujata
- Bodhisattwa

১. [↑ https://bn.wikisource.org](https://bn.wikisource.org)
২. [↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn)
৩. [↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
৪. [↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা](https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা)